তাওহীদ ও তার প্রমাণাদি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আকীদার ব্যাপারে ৫০টি প্রশ্নোত্তর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

প্রশ্ন-৪২: যখন মানুষ জানবে যে, আল্লাহ তাকে তাওহীদ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং শির্কে পতিত হওয়া হতে নিষেধ করেছেন; তখন কি এ ধাপগুলো তার উপর প্রযোজ্য হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, প্রথমত: অধিকাংশ লোক জানে যে, তাওহীদ সত্য এবং শির্ক বাতিল তারপরও বিনা প্রশ্নে সে এ থেকে বিমুখ থাকে! অনুরূপভাবে সে জানে যে, আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন তারপরও বিনা প্রশ্নে সূদের লেনদেন করে যাচ্ছে! সে জানে যে, এতীমের মাল খাওয়া হারাম শুধু শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় খাওয়া জায়েয, তারপরও এতীমের মালের দায়িত্ব নিচ্ছে, কাউকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করছে না!

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ভালবাসা এবং তার অপছন্দকারীকে কাফের জানা, দেখা যাচ্ছে বহু মানুষ রাসূলকে পছন্দ করে না বরং তাঁকে এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তাও অপছন্দ করে যদিও সে জানে যে, আল্লাহ তা অবতীর্ণ করেছেন।

তৃতীয়ত: কাজের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, অধিকাংশ মানুষ তা জানে এবং পছন্দ করে কিন্তু দুনিয়ার স্বার্থের ভয়ে তা পালনের প্রতিজ্ঞা করে না।

চতুর্থত: আমল করা, বহু মানুষ আছে যারা কোনো আমলের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে বা আমল করলে দেখা যায় তাকে আলেমগণ বা মানুষ সম্মান করে ফলে সে ঐ আমল ছেড়ে দেয়।

পঞ্চমত: অধিকাংশ মানুষ খাঁটি নিয়তে আমল করতে পারে না, আর যদিও ইখলাস বা খাঁটি নিয়তে করে কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে হয় না।

ষষ্টত: সৎলোকগণ তাদের আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় করে, কারণ আল্লাহ বলেছেন:

﴿ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ٢ ﴾ [الحجرات: ٢]

তোমাদের আমল ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু তোমরা তা জানতে পারবে না। আর এটি আমাদের জমানায় সবচেয়ে কম। (বর্তমান কালের সৎলোকেরা আমল নষ্ট হওয়ার ভয় করে না।)

সপ্তমত: হক্কের উপর দৃঢ় থাকা এবং শেষ পরিণতি খারাপ হওয়া থেকে ভয় করা। আর এটি থেকেই সৎলোকগণ সবচেয়ে বেশী ভয় করে থাকেন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3651

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন